২০-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- ক্রোধও হল একরকম বড় কাঁটা , এর দ্বারা অনেকেরই দুঃখ প্রাপ্তি হয় সেইজন্য এই কাঁটা দূর করে সত্যিকারের ফুলে পরিণত হও "

প্রশ্ন -- কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হয় যে বাচ্চারা তাদের বাবা কোন্ বিষয়ে ধৈর্য ধরতে বলেন ?

উত্তর -- বাচ্চারা , এখনও কাঁটা থেকে ফুল হতে মায়া যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে - এই বিঘ্ন একদিন শেষ হয়ে যাবে। তোমরা সবাই স্বর্গে যাবে। এই কলিযুগী কাঁটা শেষ হবে। বাবা তোমাদের সঙ্গমযুগী পাত্রে(পার্ট) রেখেছেন। মায়া ভালাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু এই অবিনাশী জ্ঞানের বীজ কখনোই বিনাশ হতে পারেনা ।

গীত --: না সে আমার থেকে দূরে যাবে .....

ওম্ শান্তি । শিববাবা ব্রহ্মার দেহ দ্বারা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি গুহ্য রহস্য বা জ্ঞান বুঝিয়ে দিচ্ছেন । এক তো বাচ্চারা গান শুনলো যে বাবা আমরা আপনার উপরে বলি চড়বো , তা সে যত কষ্টই হোক না কেন । কষ্ট কেন হয় ? কারণ মানুষ বিষ রূপী বিকার পায় না । এসব তো বাচ্চারা জানেই যে আমরা না-ই আত্মাকে আর না-ই পরমাত্মাকে জানতাম । না নিজেকে , না পিতাকে জানতাম। যেন পশুসম বুদ্ধি ছিল। লৌকিক সম্বন্ধে নিজেকে জানে। বাবাকেও জানে। এই সময়ের মানুষ নিজেকে এবং পারলৌকিক পিতাকে একেবারেই জানেনা । বলে দেয় পরমাত্মার কোনো নাম রূপ দেশ কাল নেই। তাহলে আত্মারও হওয়া উচিত নয়। আত্মাকেও তারা জানেনা । বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা। এখন তোমরা জেনেছো । তারা বলার তাই বলে দেয় আত্মা এবং জীব । আত্মা হল অবিনাশী , জীব হল বিনাশী । আচ্ছা , আত্মা কি জিনিস, তার রূপ রঙ কি ? নাম তো জানে যে আত্মা আছে কিন্তু সে কেমন এবং কি করে ? কিভাবে পার্ট প্লে করে ? কতখানি সময় পার্ট প্লে করে ? এই আত্মার নলেজ কেউ বর্ণনা করতে পারেনা। এখন তুমি জানো যে আত্মা হল ছোট স্টার । আত্মাতেই সমস্ত ৮৪ জন্মের পার্ট অবিনাশী রূপে ফিক্স থাকে। শংকরাচার্যের আত্মাও নিজের পার্ট প্লে করছে। এই কথাও কেউ জানেনা যে আত্মা কিভাবে সতোপ্রধান তারপর সতো রজো তমো স্থিতিতে নেমে আসে। শুধু বলে দেয় ভ্রুকুটির মধ্যিখানে জ্বলজ্বল করে এক আজব তারা। ব্যস্ আর কিছু জানেনা । আত্মাকে না জানলে পরমাত্মাকেও জানা হবে না। এইসময় এই হল কাঁটালো জঙ্গল । সব হল কাঁটা । না-ই রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে আর না-ই রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। বাচ্চারা তোমরা আত্মা এবং পরমাত্মার বিষয়ে জানো তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । অনেক বাচ্চারা আছে যারা যথার্থ রীতি জানেনা । দেহঅভিমানের বশে সম্পূর্ণ ধারণা হয়না । নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। জিজ্ঞাসা করে - বাবা এমন কেন হয় ? বাবা বলেন বাচ্চারা এই তো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তাতে সবরকমের নিশ্চয়ই চাই। পাথরবুদ্ধি হবে তবেতো কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। যদি নিজে জানবে তবেতো অন্যদেরও বোঝাবে। তোমরা বলবে ভবিষ্যতে বোঝাবে কিন্তু এমনও চাই যাতে কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে তারা। কোথায় রাজা কোথায় প্রজা , কত তফাত । এখানেতো রাজা প্রজা সবার দুঃখ আছে। সত্যযুগে না-ই রাজার দুঃখ থাকে না-ই প্রজার দুঃখ থাকে , কিন্তু পদ মর্যাদাতে তফাত থাকবে। পুরো ধারণা না থাকার

কারণে কাউকে বোঝাতে পারবেনা । আর কোনো কাঁটাও ফুঁটে যাবে। কখনও লোভের , কখনও মোহের .... ভূতের প্রবেশতা হবেই । এইসবও হবে নিশ্চয়ই ।

তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। প্রজাপিতার পিতা কে ? শিববাবা । বাকি শিবের পিতা কেউ নয়। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর হলেন শিবেরই রচনা । তাহলে সবাই হল আত্মা । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন একজন-ই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর অথবা লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি কোনোও মনুষ্য আত্মা কখনও গতি সদ্গতির বর্সা দিতে পারেনা। মানুষ আত্মাকেও জানেনা , পরমাত্মাকেও জানেনা । এক পরমপিতা পরমাত্মা-ই আত্মার রিয়লাইজেশন করাতে পারেন। জ্ঞানের দ্বারা সদ্গতি হয়। জ্ঞান তো একমাত্র বাবা-ই দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো বাচ্চারা যজ্ঞের স্থূল সেবাও করেন। এই সাক্ষেক্টেও মার্ক্স প্রাপ্ত করা যায়। এখন বাচ্চাদের বাবা বসে অমরকথা , তিজরীর ব্রতকথা(তৃতীয় নয়ন প্রাপ্তির) শোনাচ্ছেন । বাস্তবে এইসব ব্রত কথা নয়। এইসব হল রুহানী জ্ঞান । নিজেকে এবং বাবাকে জেনে নেওয়া । তারা তো বলে দেয় যেরকম জলের বুদ্বুদ বের হয় আর মিলিয়ে যাবে। আমরা ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে পুনরায় ব্রহ্মে মিলিয়ে যাই। আর কোনোরকম রচনা বা রচয়িতার জ্ঞানই নেই। জ্ঞান তো বাবা-ই এসে বুঝিয়ে দেন। ওনার নামই হল শিব। তারপর ওনাকেই কেউ রুদ্র বলে , পাপ কটেশ্বরও বলে। অনেক নাম রেখে পূজোর সামগ্রী বাড়িয়ে নিয়েছে। পরমাত্মার কর্তব্য অনুযায়ী ওনার অনেক নামকরন করা হয়েছে আর অনেক মন্দিরের নির্মাণ করেছে। এখন বাবা বলেন এই হল কাঁটালো দুনিয়া , বিষয় সাগর । এই কথাও সবার থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। বাবাতো এসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। তো সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই স্বর্গে পরিণত হয়। এই কথাও কারো বুদ্ধিতে নেই। শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তিমার্গের । বাকি প্রত্যেকের বুদ্ধিতে নিজের নিজের কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে । কাঠের কাজ যে করে সে তার কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। ডাক্তার নিজের ডাক্তারী সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। এইটি হল রুহানী জ্ঞান । যে জ্ঞান একমাত্র পরমাত্মাই দিয়ে থাকেন। মানুষের এই জ্ঞান নেই যে পরমাত্মার পরিচয় কি? গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া আছে । মুখ্য কথা হলই এইটি । মা বাবার পরিচয় খন্ডিত করায় সব শাস্ত্র গুলি মিথ্যা হয়েছে। নকল পাথরের খনি হয় কিনা। এইসবও যেন নকল পাথর স্বরূপ । পারসবুদ্ধি আত্মারা থাকে পারসপুরী সত্যযুগে । এইখানে তো এখন আছে নরক। ডেকেও থাকে সকলে হে পতিত-পাবন এসো তাহলে নিশ্চয়ই পতিত হয়েছে। নরক ও স্বর্গ তো ভারতেই রয়েছে । কেউ মারা গেলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। এইকথা বুদ্ধিতে নেই যে স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়। পরমাত্মা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন , নরকের নয়। রাবণরাজ্য কবে আরম্ভ হয় , কারোর জানা নেই। ভালাই শাস্ত্র পড়ে অনেক , ব্রহ্মচর্যের পালনও করে কিন্তু জন্মতো বিকারের দ্বারাই হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা কত সাধনা করে থাকেন। বাবার কাছে মুক্তি চেয়ে থাকে কারণ এই ছিঃছিঃ দুনিয়ায় আর থাকার ইচ্ছে নেই। এবার বাবা বলেন প্রথমে আত্মাকে জানো যে কিভাবে জন্ম-মরণে আসে। কিভাবে সত্যিকারের সোনাতে খাদ পড়ে , কিভাবে ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে। সবচেয়ে বেশী পার্ট তোমাদের রয়েছে যারা দেবীদেবতা ছিল তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। লক্ষ্মীনারায়ণ রাজত্ব করেছিলেন আর এখন কোথায় আছেন ? তাঁদের আত্মা জন্ম নিয়েছে নিশ্চয়ই তাইনা । এখন তাঁরা কোথায় ? কেউ জানেনা । ক্রিশ্চানরা জানে ক্রাইস্টের এখন বেগার স্বরূপে পার্ট চলছে। তোমরা তো ভালরকম জানো লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন , ওনাদেরই পুনর্জন্ম নিয়ে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করতে হবে। সব আত্মারা ৮৪ জন্ম নেবেনা। এই জ্ঞানও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। যোগ করা ছাড়া কাঁটা রূপ থেকে ফুল স্বরূপে পরিণত হওয়ার অন্য উপায় নেই। যোগের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হবে এবং সতোপ্রধান ফুল স্বরূপে

পরিণত হবে। যতক্ষণ এখানে অবস্থিত থাকবে ততক্ষণ কিছু না কিছু কাঁটালো অংশ থাকবেই । ফুলে পরিণত হলে তোমরা এখানে আর থাকতে পারবেনা । ফুলের বাগান সত্যযুগকে বলা হয়। এখন তুমি কাঁটার জঙ্গল অর্থাৎ রাবণরাজ্যে রয়েছ। সবাই হল কাঁটা রূপী । যে অনেক কাঁটা রূপী আত্মাদের ফুল স্বরূপে পরিণত করে তাদেরকেই সত্যিকারের সুগন্ধিত ফুল বলা হবে। একরকমের ফুল হয় কিং অফ ফ্লাওয়ার অর্থাৎ ফুলের রাজা, শ্বেতবর্ণ হয়। টেবিলে রাখা থাকে , তবু প্রস্ফুটিত থাকে। সুগন্ধ বেড়েই যায়। এমন কোনো ফুল হয়না। এবার কিং ফ্লাওয়ার থাকলে কুইন ফ্লাওয়ারও থাকবে। (রাতের রানী) গোলাপ , মল্লিকা হল ইত্যাদি ভাল ভাল ফুল। ফ্লাওয়ার শো দেখান হয়। সেখানে সব ভাল ভাল ফুল আনে। যে ভাল ফুল আনে সে পুরস্কৃত হয়। তোমরাও তো ফুলের বাগিচা তৈরী করছ কিনা। শিবের মাথায় ফুল দেয় ধুতরা ইত্যাদি । বাবা বলেন আমি এখানে তোমাদের ফুল স্বরূপে পরিণত করার পার্ট প্লে করি। আমি জানি কে গোলাপ , কে মল্লিকা , কে রতনজোত । কে আবার ধুতরা । সবচেয়ে ছিঃছিঃ হল ধুতরা ফুল। তাদের চলন হবে কাঁটা সম। কেউ আবার খুব তীক্ষ্ণ কাঁটা রূপী আছে। ক্রোধ হল একটি কাঁটা । অনেককে দুঃখ দেয়। এখন তোমরা কাঁটার দুনিয়া থেকে দূরে রয়েছ । সঙ্গমে রয়েছ। কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছো। যেমন মালী কাঁটা বের করে ফুল গুলি আলাদা পাত্রে রাখে । তোমাদেরকেও বাবা আলাদা করে দিয়েছেন। তোমরা এখন সঙ্গমে রয়েছ। তোমাদের নবনির্মাণ চলতেই থাকে । উপরন্তু মায়া কাঁটায় পরিণত করতেই থাকে। তবুও একবার বাবার আপন হয়ে গেলে মায়ার বিঘ্নও একদিন শেষ হবে। তখন পাত্রে রাখা আলাদা ফুল গুলি স্বর্গে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। কলিযুগী কাঁটা ভস্মীভূত হবে । তোমরা ফুল স্বরূপে সংখ্যায় কত কম । তোমাদের সঙ্গমযুগী পাত্রে রাখা হয়েছে। বীজ বপণ হয়েছে। মায়ার ঝড়-ঝঞ্ঝায় নিস্তেজ হয়ে যায়। তবুও অবিনাশী জ্ঞানের বীজ একবার বপণ হয় যা কখনোই বিনাশ হয়না।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন , বাচ্চারা তোমাদের অনেক নির্ভয় হয়ে থাকতে হবে। বাবা বলেন এই কথা লেখো যে প্রত্যেক পাঁচ হাজার বছরের পরে এই মেলা , প্রদর্শনী আমরা এই সঙ্গমে দেখাতে আসি। এই কথাও লিখতে হবে যে এই লড়াই পাঁচ হাজার বছরের পরে রিপিট হয়। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করতে অথবা নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করতে । বাবা ডাইরেক্সান তো অনেক দিয়ে থাকেন। যুক্তি অনেক সহজ বলে দেন। বাবাকে স্মরণ করো আর স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করো। মানুষতো জলে ডুব দেয় । তাও সাগরে যাওয়া উচিত । নদী বেরোয় সাগর থেকে। নদীর পিতা হল সাগর তাইনা । সেখানে গিয়ে স্নান করো। কিন্তু সেই সাগর হল নোন্তা , তাই মিষ্টি জলের নদীতে গিয়ে স্নান করে। এখন তোমরা হলে জ্ঞান সাগরের সন্তান , জ্ঞানসাগর হলেন পতিত-পাবন পিতা। তোমরা ওনার সন্তান , যে যত বেশী সার্ভিস করবে সে তত উত্তম ফুল রূপে পরিচিত হবে। প্রদর্শনীতে সর্বদা উত্তম ফুল অর্থাৎ আত্মাদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। ভাবে অমুক আত্মা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাবলে রিগার্ডও রাখা উচিত । বাবা সবসময় বুঝিয়ে বলেন যে কখনও ক্রোধ করবেনা । স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে। কেউ যদি ক্রোধ করে তো বাবা বোঝেন যে এর ভেতরে কঠিনতম ভূতের প্রবেশ রয়েছে । মা বাবার উপরেও ক্রোধ করে আর দুর্গতি লাভ করে। গরীবনিবাজ অর্থাৎ পিতা পরমাত্মা কখনও গরীবদের উপরে ক্রোধ করবেন নাকি ! দীনবন্ধু বাবা এসেছেন গরীবদের ধনে-সম্পন্ন করতে। এখানে যে সব পদমপতি আছে , অন্য জন্মে ভৃত্য রূপ ধারণ করবে। গরীব যারা ভালরীতি পড়াশোনা করবে সেখানে গিয়ে রাজারানী হবে। এমনও সেন্টারে আসে যারা ঈশ্বরীয় সেবায় কিছু দান করেনা। তারা জানেইনা যে অল্প বীজ

বপণেও আমাদের ভবিষ্যত কত উজ্জ্বল হবে। সুদামার উদাহরণ আছে কিনা। ঈশ্বরের প্রতি দান করলে ভাবে পর জন্মে এর ফল প্রাপ্ত হবে। বাবা লিখে দেন বাচ্চারা তোমরা একটি ইঁটের পরিবর্তে মহল প্রাপ্ত করবে। এখানে কড়ি দান করো যা সেখানে হীরায় পরিণত হয় তাই এক মুঠো চালের গায়ন আছে। গুরুনানকের ঠিকানায় গিয়ে কিছু না কিছু রেখেই আসে। কিন্তু এখানে তো বাবা হলেন দাতা তাই না ! আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) একেবারে নির্ভয় হয়ে কাঁটাদের ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে। সবার মধ্যে অবিনাশী বীজ বপণ করতে হবে।

২) ক্রোধ রূপী বৃহৎ কাঁটা ত্যাগ করে অতিপ্রিয় রূপে পরিণত হতে হবে। ভালোবাসার সাথে সার্ভিস করতে হবে। সার্ভিসেবল আত্মাদের রিগার্ড দিতে হবে।

বরদান --: সত্যতার মহানতা দ্বারা সর্বদা খুশীর দোলায় দুলে থাকে এমন অথোরিটি স্বরূপ ভব।

সত্যতার অথোরিটি স্বরূপ বাচ্চাদের গায়ন হল - *সচ্ তো বিঠো নচ্* অর্থাৎ সত্যের আসন যেখানে আত্মা নাচবে সেখানে । সত্যের নৌকো টলবে কিন্তু ডুববে না । তোমাদেরও কেউ যতই নাড়াবার চেষ্টা করুক কিন্তু তোমরা সত্যতার মহানতা এবং খুশীর দোলায় সর্বদা দুলতে থাকো। তারা তোমাদের নাড়ায় না বরং তোমাদের দোলনায় দোল দেয়। এটা তো নাড়ানো নয় দোল দেওয়া হল, তাই তোমরা তাদের ধন্যবাদ দাও যে তোমরা এইরূপ দোল দাও আর আমরা বাবার সঙ্গে দোল খাই।

স্লোগান --: সর্বশক্তির লাইট সর্বদা সাথে থাকলে মায়া কাছে আসতে পারবে না ।